



বনমহোৎসব - ২০২৫

একটি আবেদন

প্রাচীনকাল থেকেই বনভূমি মানব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বন আমাদের খাদ্য, আশ্রয়, ঔষধ এবং সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ভারতে অরণ্য শুধুমাত্র একটি প্রাকৃতিক সম্পদ নয়- এটি আমাদের ঐতিহ্য ও দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বনমহোৎসব, অর্থাৎ ‘বৃক্ষের উৎসব’ হলো মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই পবিত্র বন্ধনের উদযাপন। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে আমাদের দায়িত্ব হলো এই সবুজ সম্পদকে সংরক্ষণ, পুনর্জীবিত ও লালন করা, যা পৃথিবীতে সকল জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় অপরিহার্য।

আমরা বনমহোৎসব ২০২৫ পালন করছি যখন আমাদের বনভূমির পরিবেশগত গুরুত্ব উপলব্ধি করা আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। বন হলো পৃথিবীর ফুসফুস। এটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিঃসরণ করে।

বন জলচক্রকেও নিয়ন্ত্রণ করে। গাছ শিকড়ের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ জল শোষণ করে এবং পাতার মাধ্যমে আর্দ্রতা বায়ুমন্ডলে নিঃসরণ করে, যা বৃষ্টিপাতের ধরণকে প্রভাবিত করে। বনভূমি মাটির ক্ষয়রোধ করে, ভূগর্ভস্থ জলের ভান্ডার পূরণ করে এবং বন্যা ও খরার ঝুঁকি হ্রাস করে।

কিন্তু আজ এই অপরিহার্য বাস্তবত্ব চরম চাপে রয়েছে। বন ধ্বংস, বসতি গড়ে তোলার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনসহ গুরুতর পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দিচ্ছে। বনাঞ্চলের ক্ষতি শুধু বন্যপ্রাণীর জন্যই নয়, মানুষের স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতাকেও বিপন্ন করছে।

বনমহোৎসব শুধু একটি প্রতীকী উৎসব নয় - এটি একটি জরুরি আহ্বান। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই, জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, এবং খাদ্য ও জলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সহজ ও শক্তিশালী উপায় হচ্ছে বৃক্ষ রোপণ। আজ রোপন করা এক-একটি চারাগাছ ভবিষ্যতে পরিবেশের অভিভাবক হয়ে উঠতে পারে।

আমি রাজ্যের এবং প্রতিটি নাগরিকদের বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে সবুজ গড়ে তোলার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবার আবেদন জানাচ্ছি। প্রত্যেকের বাড়ি, স্কুল কলেজ, অফিস আদালতে, নিজেদের এলাকায় চারাগাছ লাগান, তাকে পরিবারের সদস্যের মতো যত্ন করুন। চারাগাছটিকে বড় করে তুলুন প্রকৃতির প্রতি আপনার অঙ্গীকারের এক জীবন্ত স্মারক হিসেবে। বনমহোৎসব-২০২৫ সবুজ, পরিচ্ছন্ন এবং স্থিতিশীল ভবিষ্যত যাত্রাপথের এক নতুন সন্ধিক্ষণ হয়ে উঠুক।

আসুন, আমরা একসাথে বনভূমিকে নতুনভাবে গড়ে তুলি, বাস্তবত্বকে পুনরুজ্জীবিত করে পৃথিবীর দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবে আমাদের ভূমিকাকে পুনরায় নিশ্চিত করি।

একটি গাছ লাগান, একটি জীবন বৃদ্ধি করুন।

জয় হিন্দ

(প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা)